প্রভুর আহ্বান

মার্ক ১:১৪-২০

৪টি সুসমাচারেই শিষ্যদের প্রতি যীশুর আহ্বান সম্বন্ধে বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (মথি ৪:১৮-২৫;৯:৯; মার্ক ১:১৪-২০;লুক ৫:২-১১;যোহন ১:৩৫-৫১)। বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষার দ্বারা প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত করে, যীশু তাঁর পার্থিব কার্য শুরু করেন। যীশুর দ্বারা প্রচারিত সুসমাচার কেবল তাঁর সময়ের মানুষদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর বাণী অনন্তকালীন। তাই, তাঁর কার্যের শুরুতেই তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করলেন, যাদের দ্বারা এই সুসমাচার মৌখিক ও লিখিত আকারে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হবে।

যীশুর আহ্বানের প্রতি এরা প্রায় সকলেই ইতিবাচক সাড়া দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। আপনি কি তাঁর আহ্বান শুনেছেন? আপনি কি তাঁকে অনুসরণ করেন? মথি ২২:১৪ পদ বলে, ***"বাস্তবিক অনেকে আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত।"*** লুক ১৮:১৮-৩০ পদে, আমরা একজন ধনী যুবককে দেখি, যে অনন্ত জীবন পাবার আশায় যীশুর কাছে ছুটে এসেছিল। কিন্তু, যীশু যখন তাঁকে সব ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে বলেন, সে দুঃখিত হয় ও ফিরে চলে যায়, কারণ সে ধনী ছিল। নতুন নিয়মে, একমাত্র এই ব্যক্তির কথা পাই, যে যীশুর কাছে এসেও ইতিবাচক সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪ পদে যীশুর সঙ্গে তাঁর সহবর্তী শিষ্যদের জয়ের কথা বলা হয়েছে — যারা আহূত ও মনোনীত ও বিশ্বস্ত। আপনি কি তাঁর আহ্বানের গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুভব করেছেন?

ক। তাঁর আহ্বানের প্রকৃতি। আজকের শাস্ত্রাংশে আমরা প্রভুর আহ্বানের কয়েকটি বিশেষ দিক বা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

(১) তিনি সাধারণ মানুষদের আহ্বান করে থাকেন। পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন সকলেই জেলে ছিল। তারা অধ্যাপক, লেবীয় বা যাজকদের ন্যায় যিহূদী ধর্মে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক ছিল না। রবিব, ফরিশী বা সদ্দূকীদের ন্যায় ধর্মীয় শিক্ষাগুরুও নয়। তারা আমার-আপনার মত সাধারণ মানুষ ছিল। আমাদের আহ্বানের পিছনে আমাদের যোগ্যতা নয়, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই প্রধান। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে আমাদের প্রত্যেককেই ব্যবহার করতে পারেন। (১করি ১:২৬)।

(২) তিনি ব্যস্ত মানুষদেরও আহ্বান করে থাকেন। তারা খুব ব্যস্ততার জীবনযাপন করছিল। ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা, লক্ষ্য-স্থির, অধ্যাবসায়ের দ্বারা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে চেয়েছিল। তাদের ব্যবসা বেশ বড় আকারের ছিল। তাদের অধীনে বেতনজীবিরা পর্যন্ত ছিল। ব্যবসা দেখা বা লোকদের খাটাতে তারা যথেষ্ট ব্যস্ত ছিল। যীশুর আহ্বান তাদের কাছে যথেষ্ট চিন্তা বা ভয়ের কারণ ছিল। আপনার জীবনে সময় ও চিন্তা আপনি কিসের জন্য ব্যয় করছেন?

(৩) তিনি তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করেন। নরক থেকে মুক্ত হতে, বা আপনার নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে, বা আপনি নিজে আশীর্বাদ পেতে নয়, কিন্তু যীশুকে অনুসরণ করার এই আহ্বান। তাঁর জন্য অঙ্গীকার করার, তাঁর পরিচালনা অনুসারে পথ চলার জন্য অঙ্গীকার। কোন মতবাদ, সংস্থা, বা আন্দোলনের অনুসরণ নয়, কিন্তু "আমার" অর্থাৎ যীশু খ্রীস্টের ব্যক্তিত্বের অনুসরণ।

(৪) তিনি তাঁর শক্তিতে আমাদের পরিবর্তিত করেন। তিনি তাঁর শক্তিতে আমাদের তাঁর ইচ্ছানুসারে তৈরি করেন। যোহন ১:১২ পদে তাঁর প্রতি সকল বিশ্বাসীদের তাঁর সন্তান হবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই, যখন আমরা তাঁর অনুসরণ করি, তিনি কুমোরের ন্যায় আমাদের গড়েন (রোমীয় ৯:২১)। আমাদের দায়িত্ব তাঁকে অনুসরণ করা, তাঁর দায়িত্ব আমাদের মনুষ্যধারী করা। আপনি কি যীশুকে সঙ্গে নিয়ে, তাঁকে স্বীকার করে আপনার ব্যবসা করছেন? তিনি কি আপনার ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছেন? তাঁর সঙ্গে কি আপনার প্রাত্যহিক সম্পর্ক আছে? আত্মার কুশলই জীবনের অন্যান্য বিষয়ে কুশলের আনয়নকারী (৩যোহন ২)।

খ। তাঁর আহ্বানের ক্ষমতা। রাজাদের রাজা, প্রভুদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

প্রভু যখন আমাদের আহ্বান করেন, তখন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, সেই আহ্বানের ক্ষমতা কতখানি।

(১) আমরা সাড়া দিতে বাধ্য। যীশু যদি কেবল একজন সাধারণ ভালো মানুষ, বা সৎ শিক্ষক, বা ভাববাদী, বা ধর্মগুরু হতেন, তাহলে, আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দেবার বিষয় দ্বিতীয়বার চিন্তা করার কারণ পেতাম। কিন্তু তিনি আমাদের প্রভু, সাড়া দেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোন পথ নেই। তাই, যখন আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিই, তা কেবল তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিশ্বাস করা নয়, এর অর্থ আমাদের কাজের দ্বারা তাঁর হাতে আমরা আমাদের জীবন তুলে দিই, এবং আমাদের সবকিছু দিয়ে তাঁতে আস্থা রাখি (দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা)।

(২) আমাদের জীবিকা তাঁর আহ্বানের পথে বাধা হতে পারে না। জাল পরিত্যাগের অর্থ, তাদের জীবিকা বা অর্থ উপার্জনের পথ পরিত্যাগ। আর জেলে বলে তাদের পরিচয় নয়, কিন্তু যীশুর জন্য আত্মা-জয়কারী।

(৩) আমাদের বিষয়-সম্পত্তি তাঁর আহ্বানের পথে বাধা হতে পারে না। জেলের কাছে জাল ও নৌকা বিরাট বড় সম্পত্তি। মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ বা জীবিকার দর্প (১ যোহন ২:১৬) কি আপনার জীবনে বাধাদানকারী?

(৪) আমাদের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু ও তাঁর আহ্বানের পথে বাধা হতে পারে না। এর মানে এই নয় যে, যীশুর সেবা করার ছুতো দেখিয়ে আমার পরিবারে প্রতি আমার দায়িত্বে অবহেলাকে যীশু প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যীশুর সেবা করার নামে স্বামী বা স্ত্রীকে ত্যাগ করাও নয়। কিন্তু এর অর্থ, যীশুকে অনুসরণের পথে পরিবার যেন বাধা না হয়। যাকোব, যোহন পিতাকে ত্যাগ করে যীশুর অনুসরণ করে, কিন্তু পিতার প্রতি তাদের দায়িত্ব (বেতনজীবিদের হাতে দিয়ে) পালন করতে তারা ভুলে যায়নি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)